অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রচিত

ইকান্স ফিল্মস্ নিবেদিত

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের

কাহিনী অবলম্বনে

প্রযোজনা :

দীপাংশু কুমার দেব

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :

ইন্দর সেন

সংগীত :

সুধীন দাশগুপ্ত

আলোক চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণে : জে, ডি, ইরাণী, অতুল চট্টোপাধ্যায়, অনিল তালুকদার, রবীন সেনগুপ্ত ॥ শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ সংগীত গ্রহণ : বি, এন, শর্মা (বম্বে) ॥ রূপসজ্জা : হাসান জামান, নিতাই সরকার ॥ ব্যবস্থাপনা : বাসু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ প্রধান কর্মসচিব : কানাই ভট্টাচার্য্য ॥ তত্ত্বাবধানে : তরুণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল কুমার বোস ॥ গীতিকার : সুধীন দাশগুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নেপথ্য কণ্ঠে : আশা ভোঁসলে, মান্না দে ॥ স্থির-চিত্রে : ষ্টুডিও বলাকা ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ সহকারী : পিন্টু দত্ত ॥ প্রচার-কার্য্যে : ডিজাইন (নির্মল রায়)

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : পংকজ ঘোষ, সমর মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য্য ॥ সংগীতে : পরিমল দাশগুপ্ত, ওয়াই, এস, মুলকী ॥ আলোক-চিত্রে : জয়প্রতাপ মিত্র, দশরথ বিশাল ॥ সম্পাদনায় : বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সুরেশ চন্দ ॥ ব্যবস্থাপনায় : পাতিরাম মণ্ডল, সুরেন মাকাল ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ, রবীন ঘোষ, নিতাই জানা ॥ রূপসজ্জায় : ভীম নস্কর, প্রমথ চন্দ, বিষ্ণু দাস ॥ আলোক-সম্পাতে : হেমন্ত দাস, সুখরঞ্জন দত্ত, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস, বিনয় ঘোষ, মগরু, সতীশ হালদার, দুখী নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস ॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি-তে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশনায় : **সীমা ফিল্মস্**

অভিনয়ে : **সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ তনুজা সমর্থ ॥ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও শমিত ভঞ্জ** (অতিথি)

ছায়া দেবী, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ঘোষ, পদ্মা দেবী, সাধনা রায়চৌধুরী, তরুণ কুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমন্তিনী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, মাষ্টার রক্তিম ঘোষাল, তুষার মজুমদার, ফকির দাস কুমার, প্রবীর রায়।

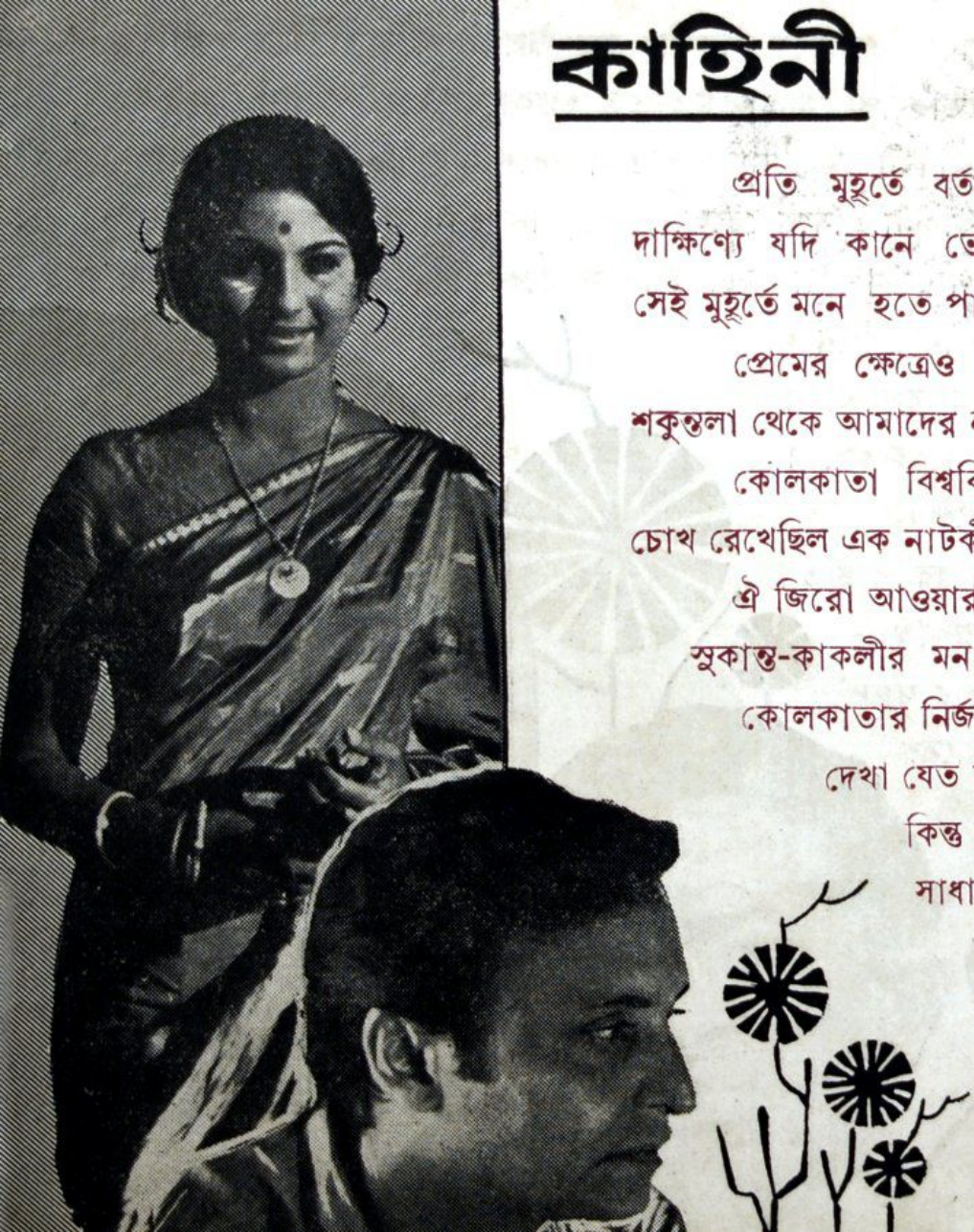

কাহিনী

প্রতি মুহূর্তে বর্তমানটাই অতীতে পরিণত হচ্ছে। তবু গভীর নিশীথে দূরভাষের দাক্ষিণ্যে যদি কানে ভেসে আসে—"জিরো আওয়ার—জিরো মিনিট—জিরো সেকেণ্ড"—সেই মুহূর্তে মনে হতে পারে সময়ের চাকাটা বুঝি স্থির হয়ে গেছে।

প্রেমের ক্ষেত্রেও কোন আজ—কাল—পরশু বা দেশ-কাল-পাত্র নেই। সেই দুষ্মন্ত শকুন্তলা থেকে আমাদের নায়ক-নায়িকা সুকান্ত-কাকলী পর্য্যন্ত।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর "সারি সারি মুখের" দুটি মুখ পরস্পর চোখে চোখ রেখেছিল এক নাটকীয় মুহূর্তে।

ঐ জিরো আওয়ার—জিরো মিনিটের মতই মধ্যপথে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া Lift-এর মধ্যেই সুকান্ত-কাকলীর মন দেওয়া নেওয়ার পালা শেষ করেছিল। প্রকৃতির পটভূমিতে কোলকাতার নির্জন কোণে কিম্বা জনারণ্যের মধ্যেও একান্ত নীড় রচনা করেও দুটিকে দেখা যেত স্বপ্নরাজ্য তৈরির পরিকল্পনায়—।

কিন্তু বাস্তবের অভিধানে স্বপ্ন বলে কোন কথা নেই।

সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে সুকান্ত। লেখাপড়া জানা সংসারের নিয়মে 'রাঁধার পরে খাওয়া—খাওয়ার পরে রাঁধার' কাজে লাগবে না এমন মেয়েকে মন থেকে গ্রহণ করতে পারলেন না সুকান্তর মা। পরিবারের অন্যান্যরা—সুকান্তর দাদা, বৌদি, কাকা, কাকিমা এবং বাবা পর্য্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না এই রোমান্সকে। কিন্তু এত বিরুদ্ধতাকেও

তুচ্ছ করে কাকলীকে-সুকান্ত বিয়ে করলো। একদিকে কাকলীর রক্ষণশীল পিতা মাতা মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করলেন না এ বিয়েতে। শুধু সুকান্তর ভাই-পো ছোট্ট সেন্টুই-এত অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিন্দুর মত।

শত অত্যাচার অবমাননা সত্বেও কাকলী ধৈর্য্য আর তিতিক্ষা দিয়ে মুখ ফেরানো মানুষগুলোর মন জয় করতে চাইত। সুকান্তর মা ভাবতো কাকলী এসেছে ছেলেকে কেড়ে নিতে। সুকান্তর অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত, না পারতো মাকে অবহেলা করতে—না পারতো স্ত্রীকে চটাতে। সংসারের বিরুদ্ধে পরাজিত, রিক্ত, ক্লান্ত-বিষণ্ণ কাকলীর স্বাধীন সত্তা গুমরে উঠতো। এমনি দিনে আশার বাণী নিয়ে হাজির হোল সুকান্তর ধনী বন্ধু বরেন। বরেনের ভাল লাগে কাকলীকে—সেই মোহেই হয়তো চাকরীর প্রস্তাব নিয়ে এলো কাকলীর জন্যে।

সুকান্তর মা কিন্তু খুসী হোল সংসারের বাড়তি রোজগারের আশায়। খুসী হোল না সুকান্ত—আঘাত পেল তার পৌরষত্ব। স্বাধীনতার স্বাদে কাকলীও বুঝি বদলাতে সুরু করে। মাসের মাইনের টাকা সংসারে আসে

সামান্য—নিজের খুসীমত খরচ করে কাকলী। সুকান্তও নিজেকে অবহেলিত ভাবে। বরেনের সঙ্গে কাকলীকে এখানে ওখানে দেখা যায়—বাড়ি ফিরতে রাত হয় গৃহস্থ বধূ কাকলীর, যেটা গৃহস্থ সংসারের কাছে অসহনীয়। সুকান্তর চোখে সন্দেহের ভ্রুকুটী। কাকলীর অসহ্য হয়ে উঠে সংসারের কথার কাঁটা। গৃহত্যাগ করে বন্ধুগৃহে চলে যায় কাকলী। ভুল বুঝাবুঝির বিষময় দুটি মন আজ নদীর এপার ওপার হয়ে গেছে। কিন্তু কাকলী সুখী হয়েছিল কি ? না—সুকান্ত অসুখী—কাকলীও বিষণ্ণ। নদীর এপার ওপার বন্ধনের কি আর কোন সেতু নেই..... ?

সেদিনের সুকান্ত-কাকলীর রোমান্সের "প্রথম কদম ফুল" কি আর ফুটতে পারে না ?

যেদিন সুকান্তর সংসার কদম্বের মধ্যে কাকলী এসেছিল—সেদিন "প্রথম কদম ফুল"-এর মতই সুন্দর হয়ে শত অন্ধকারের মধ্যে ফুটেছিল সেণ্টু।

আমাদের কাহিনীতে এপার-ওপারের ব্যবধান ঘুচিয়ে সেণ্টুই যদি সেতু হয় ক্ষতি কি ? ?

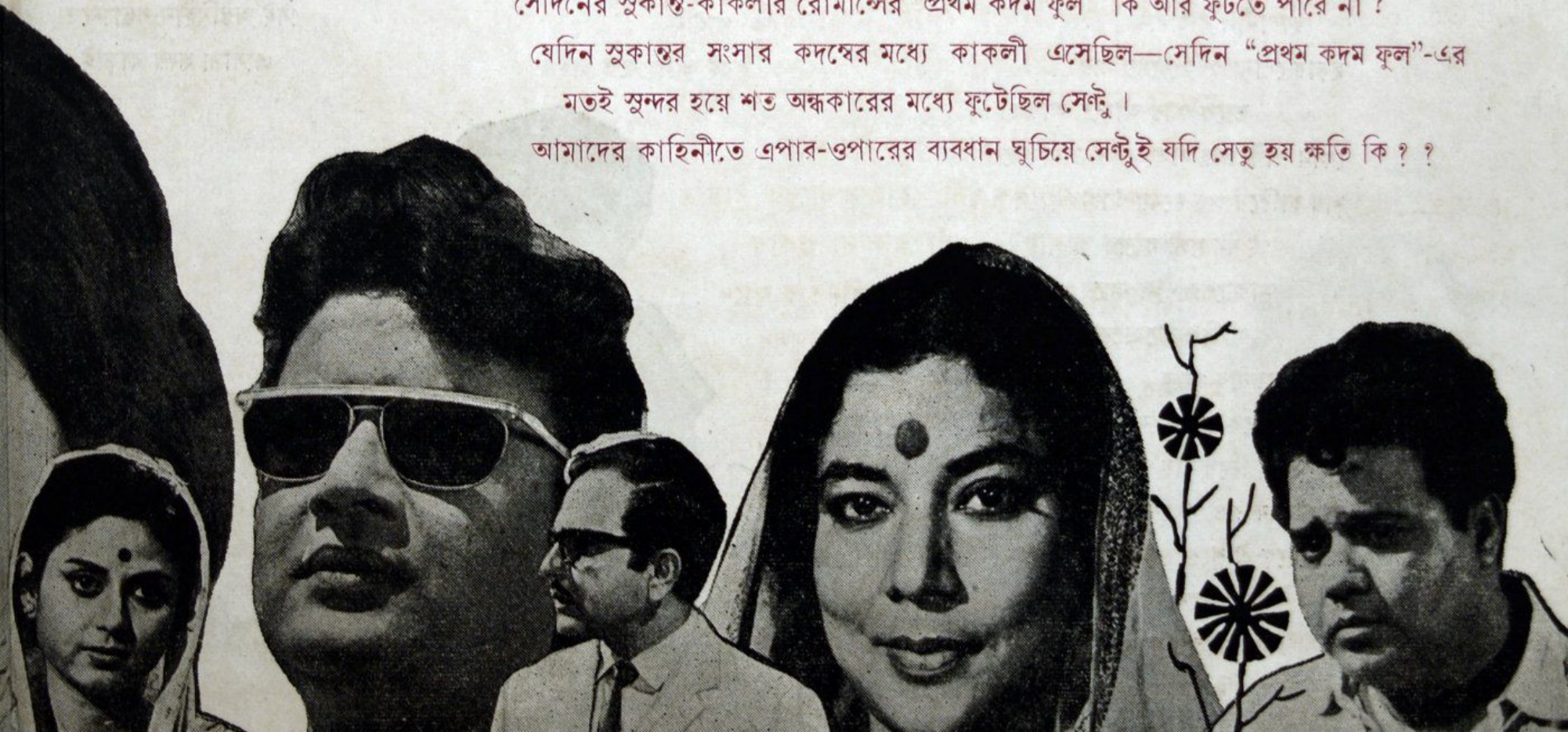

সংগীত

(১)

কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমায়
কে ডাকে আয় চলে আয়।
ছায়ানীল সীমানায়
ছড়ায় সোনা সূর্য্য মেঘের গায়
ডাকে আয় আয়রে আয়॥
কোন পাখী তার দুঃসাহসের ডানা মেলে
মায় হারিয়ে অন্ধ মনের আঁধার ঠেলে
এই মন সঙ্গী ক'রে
আকাশের নীল নগরে
আমিও যাবোরে তারই পাখায়॥
চেনা অচেনার পারে
ডেকে ডেকে যে আমাকে
নিয়ে যায় অজানার অভিসারে।
হয়তো ফিরেও দেখবেনা এই ফেরারী মন
ঘর ছেড়ে ঐ শূন্যে ওড়া পাখীর মতোন
যাবো দেশে বিদেশে
যেখানে স্বপ্ন মেশে
সে যদি সামনে এসে দুহাত বাড়ায়॥

(২)

এই শহর থেকে আরো অনেক দূরে
চলো কোথাও চ'লে যাই
ঐ আকাশটাকেই শুধু চোখে রেখে
মনটাকে কোথাও হারাই।
কি চাইনি
কি পাইনি
সবই ভুলে যেতে চাই॥
ঐ সারি সারি সব ছবির মতো
তীর ছাড়িয়ে যাই চলো দূরেই ততো
সেই স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন নিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকুক ওরাই॥
এই ফেরারী মন যদি খোঁজেই কিছু
ঢেউ কখোন উঁচু হয় কখোন নিচু
সেই অন্তবিহীন সন্ধানেতে
এসোনা হৃদয় বাড়াই॥

আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না
ইস্তাম্বুল গিয়ে জাপান কাবুল গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না ॥
হাতে নিয়ে ডেক্‌চি
যেই তুলি হেঁচ্‌কী
বিরিয়ানী কোর্‌মা
পটলের দোর্‌মা
মিলে মিশে হ'য়ে যায় প্যারিসের ছেঁচ্‌কি
পাবেন না মশ্‌লাটা যেখানেই যান্‌না।
সুইট্‌জারল্যাণ্ড গিয়ে ইজিপ্ট হল্যাণ্ড গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না ॥
শোনো ভাই কুন্তি
নিয়ে এসো খুন্তি
ওহে বীর হাজ্‌রা
থাক হাড় পাঁজরা
আস্ত মাছেই করি ডেভিল অগুন্‌তি
মোটেই হবেনা ভুঁড়ি যত খুশী খান্‌না ॥
না কেটেই খাসীটা
টাট্‌কা কি বাসি তা
ঠিক পড়ে নজরে
ব'লে দিই সজোরে
মাংসটা ঝাল হবে মেটে হবে আশীটা
পেটে গিয়ে ব্যা ব্যা ক'রে জুড়ে দেবে কান্না,
খাইবার পাস গিয়ে রোম সাইপ্রাস গিয়ে
শিখেছি নতুন এই রান্না ॥

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

কার্তিক সামন্ত ॥ শিশিরাংশু সেন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ কৃষ্ণা নাগ ॥ ডাঃ টি, জে, গুপ্ত ॥ প্রণব গাঙ্গুলী ॥ এস, এস, ব্রোকা ॥ তেজেন্দ্র নাথ বোস ॥ রীতা দাশগুপ্ত ॥ মনোরঞ্জন মণ্ডল ॥ দীপক দে ॥ তাপস মজুমদার ॥ তারাশংকর মাইতি ॥ দেবনাথ সেনগুপ্ত ॥ ন্যাশনাল লাইব্রেরী ॥ ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ॥ চিফ্‌ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, সাবার্বন ডিভিশন (নিউ সেক্রেটারীয়েট) ॥ কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্স ॥ কলিকাতা চিড়িয়াখানা ফ্লাওয়ার্স কর্ণার (ঢাকুরিয়া) ॥ পতোদিয়া এ্যাণ্ড কোং ॥ গে রেস্তোরা।

অগ্রদূত পরিচালিত

তারাশঙ্করের

সঞ্জীবনী অপেরা

শ্রেষ্ঠাংশে

উত্তমকুমার • সাবিত্রী • অনুপ • জ্যোৎস্না বিশ্বাস

সত্য বন্দ্যো: শৈলেন মুখো: বনানী • গীতা দে প্রভৃতি

সংগীত • সুধীন দাশগুপ্ত / অ্যাপলো পিকচার্স নিবেদিত

সীমা ফিল্মসের

পরবর্তী আকর্ষণ

সীমা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
দি প্রিনটেকস্, ৯৩/৩/১-এ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত, ফোন : ৩৫-৬৮০৪